প্রথম আলো
শুক্রবার, ০১ আগস্ট ২০২৫

বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ আরও সংকুচিত হবে

তাসকীন আহমেদ
সভাপতি, ঢাকা চেম্বার

তাসকীন আহমেদ

২০২৫ সালের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য আগের মতোই সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বহাল রেখেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে এই সময়ে রেপো হার ১০ শতাংশই থাকছে। অন্যদিকে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাও আগের তুলনায় কমিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক আবারও সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে থাকা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে ইতিমধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সামগ্রিক শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। নতুন মুদ্রানীতির কারণে সেই স্থবির অবস্থা আরও তীব্র হবে। বিশেষ করে বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ আরও সংকুচিত হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর মুদ্রানীতি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ২০২৫ সালের জুন মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ৬ দশমিক ৪ শতাংশে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ব্যবসায়িক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ঘাটতি ও উচ্চ সুদের চাপে বেসরকারি খাতে ঋণের এই নিম্নগতি আরও বাড়ছে। অন্যদিকে খেলাপি ঋণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। বর্তমানে খেলাপির পরিমাণ ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের প্রায় ২৭ শতাংশ। এই অবস্থা দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি। সেই সঙ্গে এটি বিনিয়োগকারীদেরও আস্থা কমিয়ে দিচ্ছে।

নতুন মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আরও কমিয়েছে, বিপরীতে সরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছে। আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। আগে এটি ছিল ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। অন্যদিকে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ২০ দশমিক ৪ শতাংশ করা হয়েছে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নীতি আর্থিক খাতে চাপ বাড়াবে; করদাতাদের ওপর বোঝা আরও বাড়বে; সর্বোপরি বেসরকারি খাতের ঋণ পাওয়ার সুযোগ আরও সংকুচিত হবে।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আমরা মনে করি, সুদের হার কমানো ও ঋণের শর্ত সহজ করা জরুরি। বিশেষ করে সৎ ঋণগ্রহীতাদের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা প্রয়োজন। এ ছাড়া ঋণ শ্রেণিবিন্যাসের সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানো প্রয়োজন। এতে তাৎক্ষণিক খেলাপির ঝুঁকি কিছুটা কমবে।

প্রথম আলো
ENGLISH
31 July, 2025

Tight monetary policy hampering trade, investment: DCCI

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has raised serious concerns over Bangladesh Bank's continued contractionary monetary policy, warning that high interest rates and declining credit growth are choking trade, investment and industrial activity.

In a statement on Thursday, DCCI said private sector credit growth dropped to 6.4 per cent in June 2025, the lowest in 22 years, reflecting a sharp economic slowdown.

It blamed the downturn on tightened monetary conditions, energy shortages, persistent business uncertainty and law and order concerns.

DCCI also flagged a spike in non-performing loans (NPLs), now at Tk 5.3 lakh crore or 27.09 per cent of total loans, calling it a major risk to financial stability and investor confidence.

Despite weak business sentiment, the central bank has held its policy rate at 10 per cent to control inflation. However, DCCI observed that inflation has eased only slightly while high borrowing costs continue to hurt cottage, micro, small and medium enterprises (CMSMEs) and other key sectors.

The new monetary policy reduces the private sector credit growth target to 7.2 per cent for the next six months, down from 9.8 per cent, further fuelling fears of a credit squeeze.

In contrast, public sector credit growth has been raised to 20.4 per cent, which DCCI warns could increase fiscal pressure and crowd out private investment.

To address the crisis, DCCI urged the central bank to lower interest rates, extend loan classification periods by six months for good borrowers, ensure transparent credit allocation, enact financial reforms and maintain adequate liquidity alongside stricter monitoring.

The Chamber called for a more flexible monetary approach aligned with fiscal discipline to revive investor confidence, stimulate economic activity and safeguard long-term macroeconomic stability.

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
শুক্রবার, ০১ আগস্ট ২০২৫

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগের পাশাপাশি সার্বিক শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

২০২৫ সালের জুন মাসে বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ৬.৪ শতাংশে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ডিসিসিআই মনে করে, ব্যাবসায়িক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, আইনশৃঙ্খলার অস্থিতিশীলতা, সীমিত জ্বালানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি কঠোর মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি আরো তীব্র হচ্ছে। এমতাবস্থায় খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৩ লাখ কোটি টাকা, যা মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭.০৯ শতাংশ, এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে, সেই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন করছে বলে মনে করে ঢাকা চেম্বার। ব্যাবসায়িক আস্থার এই নিম্নমুখিতা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিসুদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ডিসিসিআইর মতে, এই দীর্ঘস্থায়ী

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Since 1958

উচ্চ সুদের হার বিশেষকরে ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং উৎপাদনশীল খাতের ওপর অতিরিক্ত ঋণের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে, যা অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত করছে। নতুন মুদ্রানীতিতে আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মাত্র ৭.২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী নীতিতে ছিল ৯.৮ শতাংশ। এর বিপরীতে সরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০.৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা অর্থনীতিতে আর্থিক চাপ বৃদ্ধি করবে, সেই সঙ্গে করদাতাদের ওপর বোঝা বাড়বে, পাশাপাশি বেসরকারিখাতের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ আরো সংকুচিত করবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়াতে সুদের হার হ্রাস এবং ঋণের শর্তাবলী সহজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে ঢাকা চেম্বার, একই সঙ্গে সৎ ঋণগ্রহীতাদের পুনরুদ্ধারে সহায়তা এবং তাৎক্ষণিক খেলাপির ঝুঁকি এড়াতে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসের সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে ডিসিসিআই আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কার, ঋণ বরাদ্দে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং তারল্য নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারির ওপর জোরারোপ করছে ঢাকা চেম্বার। ডিসিসিআই-এর মতে, ভবিষ্যতে বিশেষ করে, বেসরকরিখাতের আস্থা পুনরুদ্ধার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য আরো নমনীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাতভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির কোনো বিকল্প নেই।

বণিক বার্তা

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে: ঢাকা চেম্বার

বণিক বার্তা অনলাইন
প্রকাশ: বৃহস্পতিবার ৩১ জুলাই ২০২৫, ১৭:৪৯

ডিসিসিআই মনে করে, ভবিষ্যতে বিশেষ করে, বেসরকরিখাতের আস্থা পুনরুদ্ধার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য আরো নমনীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাতভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগের পাশাপাশি সার্বিক শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে উদ্বেগ জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। আজ বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) বিবৃতিতে এ উদ্বেগের কথা জানায় সংগঠনটি।

২০২৫ সালের জুন মাসে বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে মাত্র ৬ দশমিক ৪ শতাংশে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

ডিসিসিআই মনে করে, ব্যবসায়িক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, আইন-শৃঙ্খলার অস্থিতিশীলতা, সীমিত জ্বালানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি কঠোর মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি আরো তীব্র হচ্ছে। এ অবস্থায় খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৩ লাখ কোটি টাকায়, যা মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭ দশমিক ০৯ শতাংশ। এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে, সেই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন করছে বলে মনে করে ঢাকা চেম্বার।

ব্যবসায়িক আস্থার এই নিম্নমুখিতা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিসুদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, এই দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ সুদের হার বিশেষকরে ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং উৎপাদনশীল খাতের ওপর অতিরিক্ত ঋণের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে, যা অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত করছে।

নতুন মুদ্রানীতিতে আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মাত্র ৭ দশমিক ২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী নীতিতে ছিল ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। এর বিপরীতে সরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০ দশমিক ৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা অর্থনীতিতে আর্থিক চাপ বৃদ্ধি করবে, সেই সঙ্গে করদাতাদের ওপর বোঝা বাড়বে, পাশাপাশি বেসরকারিখাতের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ আরো সংকুচিত করবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়াতে সুদের হার হ্রাস এবং ঋণের শর্তাবলী সহজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার। সেই সঙ্গে সৎ ঋণগ্রহীতাদের পুনরুদ্ধারে সহায়তা এবং তাৎক্ষণিক খেলাপির ঝুঁকি এড়াতে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসের সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে সংগঠনটি।

টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে ডিসিসিআই আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কার, ঋণ বরাদ্দে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং তারল্য নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারির ওপর জোরারোপ করছে ঢাকা চেম্বার।

ডিসিসিআই-এর মতে, ভবিষ্যতে বিশেষ করে, বেসরকরিখাতের আস্থা পুনরুদ্ধার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য আরো নমনীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাতভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির কোনো বিকল্প নেই।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার, ০১ আগস্ট ২০২৫

ঋণের শর্ত সহজ করার তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঋণের শর্তাবলি সহজ করার তাগিদ দিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংগঠনটি জানিয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়াতে সুদের হার হ্রাস এবং ঋণের শর্তাবলি সহজ করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি সংগঠনটি জানিয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগের পাশাপাশি সার্বিক শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা তৈরি হবে।

ডিসিসিআই জানিয়েছে, ভবিষ্যতে বেসরকরি খাতের আস্থা পুনরুদ্ধার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় আরো নমনীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাতভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির কোনো বিকল্প নেই।

গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংগঠনটি উদ্বেগ প্রকাশ করে। ডিসিসিআইয়ের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জুনে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে মাত্র ৬.৪ শতাংশে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এ ছাড়া ব্যাবসায়িক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, আইন-শৃঙ্খলার অস্থিতিশীলতা, সীমিত জ্বালানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি কঠোর মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি আরো তীব্র হচ্ছে। এমতাবস্থায় খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৩ লাখ কোটি টাকা, যা মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭.০৯ শতাংশ। এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন করছে।

মুদ্রানীতিতে ব্যাবসায়িক আস্থার এই নিম্নমুখিতা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতি সুদহার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এই দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ সুদের হার বিশেষ করে ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং উৎপাদনশীল খাতের ওপর অতিরিক্ত ঋণের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে, যা অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত করছে। নতুন মুদ্রানীতিতে আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মাত্র ৭.২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী নীতিতে ছিল ৯.৮ শতাংশ।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ০১ আগস্ট ২০২৫

ঘোষিত মুদ্রানীতি বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা চেম্বারের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগের পাশাপাশি সার্বিক শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। ফলে ব্যবসায়ীদের এ সংগঠনটি উদ্বেগ প্রকাশ করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের (জুলাই-ডিসেম্বর) প্রথমার্ধের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। যেখানে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কমানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর এই মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন।

ঢাকা চেম্বার এই মুদ্রানীতির প্রতিক্রিয়ায় বলছে, ২০২৫ সালের জুন মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে মাত্র ৩.৪ শতাংশে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ডিসিসিআই মনে করে, ব্যবসায়িক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, আইনশৃঙ্খলার অস্থিতিশীলতা, সীমিত জ্বালানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি কঠোর মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি আরও তীব্র হচ্ছে। এ অবস্থায় খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৩ লাখ কোটি টাকা, যা মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ, এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে, সেই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন করছে বলে মনে করে ঢাকা চেম্বার।

ব্যবসায়িক আস্থার এই নিম্নমুখিতা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিসুদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ডিসিসিআইর মতে, এই দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ সুদের হার বিশেষ করে ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং উৎপাদনশীল খাতের ওপর অতিরিক্ত ঋণের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে, যা অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত করছে। নতুন মুদ্রানীতিতে আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মাত্র ৭ দশমিক ২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী নীতিতে ছিল ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। এর বিপরীতে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০ দশমিক ৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা অর্থনীতিতে আর্থিক চাপ বৃদ্ধি করবে, সেই সঙ্গে করদাতাদের ওপর বোঝা বাড়বে, পাশাপাশি বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ আরও সংকুচিত করবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়াতে সুদের হার হ্রাস এবং ঋণের শর্তাবলি সহজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে ঢাকা চেম্বার।

দেশ রূপান্তর

দৈনিক জনকণ্ঠ
স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতায় সংকল্পিত The daily janakantha
শুক্রবার, ০১ আগস্ট ২০২৫

সঙ্কোচনমূলক মুদ্রানীতি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করবে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ ব্যাংক সঙ্কোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগের পাশাপাশি সার্বিক শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংগঠনটি জানায়, ২০২৫ সালের জুন মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে মাত্র ৬ দশমিক ৪ শতাংশে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ডিসিসিআই মনে করে, ব্যবসায়িক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, আইনশৃঙ্খলার অস্থিতিশীলতা, সীমিত জ্বালানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি কঠোর মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি আরও তীব্র হচ্ছে। এ অবস্থায় খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৩ লাখ কোটি টাকা, যা মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন করছে বলে মনে করে ঢাকা চেম্বার। ব্যবসায়িক আস্থার এই নিম্নমুখিতা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতি সুদহার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ডিসিসিআইয়ের মতে, এই দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ সুদের হার বিশেষ করে ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং উৎপাদনশীল খাতের ওপর অতিরিক্ত ঋণের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে, যা অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত করছে। নতুন মুদ্রানীতিতে আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মাত্র ৭ দশমিক ২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী নীতিতে ছিল ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। এর বিপরীতে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০ দশমিক ৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। অর্থনীতিতে যা আর্থিক চাপ বাড়াবে। একই সঙ্গে করদাতাদের ওপর বোঝা বাড়বে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ আরও সঙ্কুচিত করবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়াতে সুদের হার হ্রাস এবং ঋণের শর্তাবলী সহজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার। একই সঙ্গে সৎ ঋণগ্রহীতাদের পুনরুদ্ধারে সহায়তা এবং তাৎক্ষণিক খেলাপির ঝুঁকি এড়াতে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসের সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে ডিসিসিআই আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কার, ঋণ বরাদ্দে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং তারল্য নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারির ওপর জোরারোপ করেছে। ডিসিসিআইয়ের মতে, ভবিষ্যতে বিশেষ করে বেসরকারি খাতের আস্থা পুনরুদ্ধার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য আরও নমনীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাতভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির বিকল্প নেই।

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

মানবজমিন

অর্থ-বাণিজ্য

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাণিজ্য-বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে: ঢাকা চেম্বার

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

(১ দিন আগে) ৩১ জুলাই ২০২৫, বৃহস্পতিবার, ৭:১৫ অপরাহ্ন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ধারাবাহিক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা তৈরি করতে পারে বলে মন্তব্য করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংস্থাটি বলছে, কড়াকড়ি মুদ্রানীতির প্রভাবে ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে ডিসিসিআই জানায়, ২০২৫ সালের জুনের শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে ৬.৪ শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এ ধারা অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক। চেম্বার মনে করে, ব্যবসায়িক পরিবেশে অনিশ্চয়তা, আইন-শৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ, জ্বালানি সরবরাহে ঘাটতি এবং কঠোর মুদ্রানীতির কারণে ঋণ প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী ধারা আরও তীব্র হচ্ছে।

ডিসিসিআই আরও জানায়, ঋণ প্রবাহ সংকুচিত হওয়ার ফলে খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকায়, যা ব্যাংকিং খাতে মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭.০৯ শতাংশ। এ পরিস্থিতি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ব্যবসায়িক আস্থা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিসূদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে— যা ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্পসহ উৎপাদনমুখী খাতগুলোর জন্য বড় চাপ তৈরি করছে বলে মনে করে ডিসিসিআই। সংস্থাটির ভাষ্য, দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ সুদের হার উৎপাদন ও বিনিয়োগ খাতে ঋণের ভার বাড়াচ্ছে, ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা ব্যাহত হচ্ছে।

চলতি মুদ্রানীতিতে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫) বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আরও কমিয়ে ৭.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে আগের ছয় মাসে তা ছিল ৯.৮ শতাংশ। বিপরীতে সরকার খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ২০.৪ শতাংশ করা হয়েছে। ঢাকা চেম্বারের মতে, এ ব্যবস্থায় সরকারি খাতের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বেসরকারি খাতের জন্য আর্থিক খরচ ও প্রতিযোগিতা উভয়ই বেড়ে যাবে।

এ অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাতে ঋণপ্রবাহ বাড়াতে নীতিসূদ হার হ্রাস এবং ঋণ গ্রহণের শর্তাবলি সহজ করার আহ্বান জানিয়েছে ডিসিসিআই। তারা সৎ ঋণগ্রহীতাদের রক্ষায় সহায়তা এবং তাৎক্ষণিক খেলাপি শ্রেণিতে পড়া এড়াতে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসে সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

সংস্থাটি মনে করে, টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে হলে আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কার, ঋণ বরাদ্দে স্বচ্ছতা এবং বাজারে তারল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।

চূড়ান্তভাবে ডিসিসিআই বলছে, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা, বেসরকারি খাতে আস্থা পুনরুদ্ধার ও বিনিয়োগ বাড়াতে আরও নমনীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাতভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির বিকল্প নেই।

শেয়ার বিজ
শুক্রবার, ০১ আগস্ট ২০২৫

ঢাকা চেম্বারের বিবৃতি

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ব্যাংকের ধারাবাহিক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা তৈরি করতে পারে বলে মন্তব্য করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংস্থাটি বলছে, কড়াকড়ি মুদ্রানীতির প্রভাবে ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে গতকাল বৃহস্পতিবার ডিসিসিআই জানায়, ২০২৫ সালের জুনের শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে ৬ দশমিক ৪ শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এ ধারা অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক। চেম্বার মনে করে, ব্যবসায়িক পরিবেশে অনিশ্চয়তা, আইনশৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ, জ্বালানি সরবরাহে ঘাটতি এবং কঠোর মুদ্রানীতির কারণে ঋণ প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী ধারা আরও তীব্র হচ্ছে।

ডিসিসিআই আরও জানায়, ঋণ প্রবাহ সংকুচিত হওয়ার ফলে খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকায়, যা ব্যাংকিং খাতে মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭ দশমিক ০৯ শতাংশ। এ পরিস্থিতি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ব্যবসায়িক আস্থা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিসুদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে— যা ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্পসহ উৎপাদনমুখী খাতগুলোর জন্য বড় চাপ তৈরি করছে বলে মনে করে ডিসিসিআই। সংস্থাটির ভাষ্য, দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ সুদের হার উৎপাদন ও বিনিয়োগ খাতে ঋণের ভার বাড়াচ্ছে, ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা ব্যাহত হচ্ছে।

চলতি মুদ্রানীতিতে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫) বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আরও কমিয়ে ৭ দশমিক ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে আগের ছয় মাসে তা ছিল ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। বিপরীতে সরকার খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ২০ দশমিক ৪ শতাংশ করা হয়েছে। ঢাকা চেম্বারের মতে, এ ব্যবস্থায় সরকারি খাতের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বেসরকারি খাতের জন্য আর্থিক খরচ ও প্রতিযোগিতা উভয়ই বেড়ে যাবে।

এ অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়াতে নীতিসুদ হার হ্রাস এবং ঋণ গ্রহণের শর্তাবলি সহজ করার আহ্বান জানিয়েছে ডিসিসিআই। তারা সৎ ঋণগ্রহীতাদের রক্ষায় সহায়তা এবং তাৎক্ষণিক খেলাপি শ্রেণিতে পড়া এড়াতে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসে সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

সংস্থাটি মনে করে, টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে হলে আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কার, ঋণ বরাদ্দে স্বচ্ছতা এবং বাজারে তারল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।

চূড়ান্তভাবে ডিসিসিআই বলছে, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা, বেসরকারি খাতে আস্থা পুনরুদ্ধার ও বিনিয়োগ বাড়াতে আরও নমনীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাতভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির বিকল্প নেই।

The Daily Shomoyer Alo
সময়ের আলো
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
শুক্রবার, ০১ আগস্ট ২০২৫

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে : ঢাকা চেম্বার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগের পাশাপাশি সার্বিক শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জুন মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে মাত্র ৬.৪ শতাংশে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

ডিসিসিআই মনে করে, ব্যবসায়িক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, আইনশৃঙ্খলার অস্থিতিশীলতা, সীমিত জ্বালানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি কঠোর মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি আরও তীব্র হচ্ছে। এমতাবস্থায় খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৩ লাখ কোটি টাকা, যা মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭.০৯ শতাংশ, এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে। সেই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন করছে বলে মনে করে ঢাকা চেম্বার। ব্যবসায়িক আস্থার এই নিম্নমুখিতা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিসুদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ঢাকা চেম্বারের মতে, এই দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ সুদের হার বিশেষ করে ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং উৎপাদনশীল খাতের ওপর অতিরিক্ত ঋণের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে। যা অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত করছে। নতুন মুদ্রানীতিতে আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মাত্র ৭.২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী নীতিতে ছিল ৯.৮ শতাংশ। এর বিপরীতে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০.৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা অর্থনীতিতে আর্থিক চাপ বৃদ্ধি করবে, সেই সঙ্গে করদাতাদের ওপর বোঝা বাড়বে, পাশাপাশি বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ আরও সংকুচিত করবে।

আজকের পত্রিকা
শুক্রবার, ০১ আগস্ট ২০২৫

মুদ্রানীতি ব্যবসাবান্ধব নয়: ডিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত নতুন মুদ্রানীতিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের জন্য নিরুৎসাহমূলক আখ্যা দিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জানায়, ধারাবাহিকভাবে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিচ্ছে।

ডিসিসিআই বলছে, ২০২৫ সালের জুন মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে ৬ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সংগঠনটির মতে, কঠোর মুদ্রানীতির পাশাপাশি অনিশ্চিত ব্যবসায়িক পরিবেশ, জ্বালানি ঘাটতি এবং আইনশৃঙ্খলার দুর্বলতা ঋণপ্রবাহে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে খেলাপি ঋণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকায়, যা মোট ঋণের প্রায় ২৭ শতাংশ। ডিসিসিআইয়ের ভাষ্য, এই পরিস্থিতি আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকটে পরিণত হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংকট সত্ত্বেও নীতি সুদহার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) এবং উৎপাদন খাত আরও চাপে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে ডিসিসিআই। নতুন মুদ্রানীতিতে আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭ দশমিক ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগের ৯ দশমিক ৮ শতাংশের চেয়ে কম। বিপরীতে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ২০ দশমিক ৪ শতাংশ করা হয়েছে, যা আর্থিক খাতে চাপ সৃষ্টি করবে এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রাপ্তি আরও সীমিত করবে বলে মনে করছে ঢাকা চেম্বার।

—আমাদের সময়.কম—
AMADERSHOMOY.COM
শুক্রবার, ০১ আগস্ট ২০২৫ , ১৭ শ্রাবণ ১৪৩২

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে: ঢাকা চেম্বার

নিজস্ব প্রতিবেদক : বাংলাদেশ ব্যাংকের ধারাবাহিক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা তৈরি করতে পারে বলে মন্তব্য করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংস্থাটি বলছে, কড়াকড়ি মুদ্রানীতির প্রভাবে ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে ডিসিসিআই জানায়, ২০২৫ সালের জুনের শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে ৬.৪ শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এ ধারা অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক।

চেম্বার মনে করে, ব্যবসায়িক পরিবেশে অনিশ্চয়তা, আইন-শৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ, জ্বালানি সরবরাহে ঘাটতি এবং কঠোর মুদ্রানীতির কারণে ঋণ প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী ধারা আরও তীব্র হচ্ছে।

ডিসিসিআই জানায়, ঋণ প্রবাহ সংকুচিত হওয়ার ফলে খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকায়, যা ব্যাংকিং খাতে মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭.০৯ শতাংশ। এ পরিস্থিতি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ব্যবসায়িক আস্থা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিসুদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে যা ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্পসহ উৎপাদনমুখী খাতগুলোর জন্য বড় চাপ তৈরি করছে বলে মনে করে ডিসিসিআই। সংস্থাটির ভাষ্য, দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ সুদের হার উৎপাদন ও বিনিয়োগ খাতে ঋণের ভার বাড়াচ্ছে, ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা ব্যাহত হচ্ছে।

চলতি মুদ্রানীতিতে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫) বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আরও কমিয়ে ৭.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে আগের ছয় মাসে তা ছিল ৯.৮ শতাংশ। বিপরীতে সরকার খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ২০.৪ শতাংশ করা হয়েছে। ঢাকা চেম্বারের মতে, এ ব্যবস্থায় সরকারি খাতের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বেসরকারি খাতের জন্য আর্থিক খরচ ও প্রতিযোগিতা উভয়ই বেড়ে যাবে।

এ অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাতে ঋণপ্রবাহ বাড়াতে নীতিসুদ হার হ্রাস এবং ঋণ গ্রহণের শর্তাবলি সহজ করার আহ্বান জানিয়েছে ডিসিসিআই। তারা সৎ ঋণগ্রহীতাদের রক্ষায় সহায়তা এবং তাৎক্ষণিক খেলাপি শ্রেণিতে পড়া এড়াতে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসে সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

সংস্থাটি মনে করে, টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে হলে আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কার, ঋণ বরাদ্দে স্বচ্ছতা এবং বাজারে তারল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা, বেসরকারি খাতে আস্থা পুনরুদ্ধার ও বিনিয়োগ বাড়াতে আরও নমনীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাতভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির বিকল্প নেই।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার, ০১ আগস্ট, ২০২৫

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

মুদ্রানীতি ব্যবসাবাণিজ্যে স্থবিরতা তৈরি করবে

বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখায় দেশে ব্যবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগের পাশাপাশি সার্বিক শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা তৈরি করবে। চলতি বছরের গত জুনে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ৬ দশমিক ৪ শতাংশে যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে সংগঠনটি উল্লেখ করেছে যে, ব্যবসায়িক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, আইনশৃঙ্খলার অস্থিতিশীলতা, সীমিত জ্বালানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি কঠোর মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি আরও তীব্র হচ্ছে।

খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৩ লাখ কোটি টাকা, যা মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ। এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে। সেই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সংগঠনটির মতে, এই দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ সুদের হারে ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং উৎপাদনশীল খাতের ওপর অতিরিক্ত ঋণের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে যা অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত করছে। নতুন মুদ্রানীতিতে আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মাত্র ৭.২ শতাংশ, পূর্ববর্তী নীতিতে ছিল ৯.৮ শতাংশ।

এর বিপরীতে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০.৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা অর্থনীতিতে আর্থিক চাপ বৃদ্ধি করবে, সেই সঙ্গে করদাতাদের ওপর বোঝা বাড়বে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ আরও সংকুচিত করবে।

বিবৃতিতে ডিসিসিআই ব্যবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়াতে সুদের হার কমানো এবং ঋণের শর্তাবলি সহজ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে সৎ ঋণগ্রহীতাদের পুনরুদ্ধারে সহায়তা এবং তাৎক্ষণিক খেলাপির ঝুঁকি এড়াতে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসের সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাতভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির কোনো বিকল্প নেই বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে ঢাকার ব্যবসায়ীদের এই সংগঠনটি।

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর
বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ জুলাই ২০২৫, ১৮:২২

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাণিজ্য-বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে: ঢাকা চেম্বার

বাংলাদেশ ব্যাংকের ধারাবাহিক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা তৈরি করতে পারে বলে মন্তব্য করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংস্থাটি বলছে, কড়াকড়ি মুদ্রানীতির প্রভাবে ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে ডিসিসিআই জানায়, ২০২৫ সালের জুনের শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে ৬.৪ শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এ ধারা অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক। চেম্বার মনে করে, ব্যবসায়িক পরিবেশে অনিশ্চয়তা, আইন-শৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ, জ্বালানি সরবরাহে ঘাটতি এবং কঠোর মুদ্রানীতির কারণে ঋণ প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী ধারা আরও তীব্র হচ্ছে।

ডিসিসিআই আরও জানায়, ঋণ প্রবাহ সংকুচিত হওয়ার ফলে খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকায়, যা ব্যাংকিং খাতে মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭.০৯ শতাংশ। এ পরিস্থিতি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ব্যবসায়িক আস্থা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিসূদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে— যা ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্পসহ উৎপাদনমুখী খাতগুলোর জন্য বড় চাপ তৈরি করছে বলে মনে করে ডিসিসিআই। সংস্থাটির ভাষ্য, দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ সুদের হার উৎপাদন ও বিনিয়োগ খাতে ঋণের ভার বাড়াচ্ছে, ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা ব্যাহত হচ্ছে।

চলতি মুদ্রানীতিতে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫) বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আরও কমিয়ে ৭.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে আগের ছয় মাসে তা ছিল ৯.৮ শতাংশ। বিপরীতে সরকার খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ২০.৪ শতাংশ করা হয়েছে। ঢাকা চেম্বারের মতে, এ ব্যবস্থায় সরকারি খাতের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বেসরকারি খাতের জন্য আর্থিক খরচ ও প্রতিযোগিতা উভয়ই বেড়ে যাবে।

এ অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাতে ঋণপ্রবাহ বাড়াতে নীতিসূদ হার হ্রাস এবং ঋণ গ্রহণের শর্তাবলি সহজ করার আহ্বান জানিয়েছে ডিসিসিআই। তারা সৎ ঋণগ্রহীতাদের রক্ষায় সহায়তা এবং তাৎক্ষণিক খেলাপি শ্রেণিতে পড়া এড়াতে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসে সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

সংস্থাটি মনে করে, টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে হলে আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কার, ঋণ বরাদ্দে স্বচ্ছতা এবং বাজারে তারল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।

চূড়ান্তভাবে ডিসিসিআই বলছে, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা, বেসরকারি খাতে আস্থা পুনরুদ্ধার ও বিনিয়োগ বাড়াতে আরও নমনীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাতভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির বিকল্প নেই।

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

ঢাকা চেম্বার

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করবে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ২১ জুলাই ২০২৫

বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগের পাশাপাশি সার্বিক শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সংগঠনটি জানায়, ২০২৫ সালের জুন মাসে বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে মাত্র ৬ দশমিক ৪ শতাংশে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

ডিসিসিআই মনে করে, ব্যবসায়িক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, আইনশৃঙ্খলার অস্থিতিশীলতা, সীমিত জ্বালানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি কঠোর মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি আরও তীব্র হচ্ছে। এ অবস্থায় খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৩ লাখ কোটি টাকা, যা মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন করছে বলে মনে করে ঢাকা চেম্বার।

ব্যবসায়িক আস্থার এই নিম্নমুখিতা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতি সুদহার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ডিসিসিআইয়ের মতে, এই দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ সুদের হার বিশেষ করে ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং উৎপাদনশীল খাতের ওপর অতিরিক্ত ঋণের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে, যা অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত করছে। নতুন মুদ্রানীতিতে আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মাত্র ৭ দশমিক ২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী নীতিতে ছিল ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। এর বিপরীতে সরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০ দশমিক ৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। অর্থনীতিতে যা আর্থিক চাপ বাড়াবে। একই সঙ্গে করদাতাদের ওপর বোঝা বাড়বে। পাশাপাশি বেসরকারিখাতের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ আরো সংকুচিত করবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়াতে সুদের হার হ্রাস এবং ঋণের শর্তাবলী সহজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার। একই সঙ্গে সৎ ঋণগ্রহীতাদের পুনরুদ্ধারে সহায়তা এবং তাৎক্ষণিক খেলাপির ঝুঁকি এড়াতে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসের সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে ডিসিসিআই আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কার, ঋণ বরাদ্দে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং তারল্য নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারির ওপর জোরারোপ করেছে।

BANGLA NEWS 24.com

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাণিজ্য-বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করবে: ডিসিসিআই

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ২৩:৫১, জুলাই ৩১, ২০২৫

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে মনে করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

বৃহস্পতিবার (৩১জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদহার ১০ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখে ও বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমিয়ে ৭.২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে মুদ্রানীতি প্রণনয়ন করার পর ডিসিসিআই এ প্রতিক্রিয়া জানাল।

সংগঠনটি বলছে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগের পাশাপাশি সার্বিক শিল্পায়ন কার্যক্রমে স্থবিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

২০২৫ সালের জুন মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে মাত্র ৬.৪ শতাংশে, যা গত ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ডিসিসিআই মনে করে, ব্যবসায়িক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, আইন-শৃঙ্খলার অস্থিতিশীলতা, সীমিত জ্বালানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি কঠোর মুদ্রানীতির কারণে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি আরও তীব্র হচ্ছে।

খেলাপি ঋণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৩ লাখ কোটি টাকা, যা মোট বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭.০৯ শতাংশ, এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি তৈরি করছে, সেই সাথে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন করছে বলে মনে করে ডিসিসিআই।

ব্যবসায়িক আস্থার এই নিম্নমুখিতা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতিসুদ হার ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ডিসিসিআই'র মতে, এই দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ সুদের হার বিশেষ করে ক্ষুদ্র, কুটির, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং উৎপাদনশীল খাতের ওপর অতিরিক্ত ঋণের ভার চাপিয়ে দিচ্ছে, যা অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত করছে। নতুন মুদ্রানীতিতে আগামী ছয় মাসের জন্য বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে মাত্র ৭.২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী নীতিতে ছিল ৯.৮ শতাংশ। এর বিপরীতে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০.৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা অর্থনীতিতে আর্থিক চাপ বৃদ্ধি করবে, সেই সাথে করদাতাদের ওপর বোঝা বাড়বে, পাশাপাশি বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ আরও সংকুচিত করবে।
ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়াতে সুদের হার হ্রাস এবং ঋণের শর্তাবলি সহজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ডিসিসিআই। একই সাথে সৎ ঋণগ্রহীতাদের পুনরুদ্ধারে সহায়তা এবং তাক্ষণিক খেলাপির ঝুঁকি এড়াতে ঋণ শ্রেণিবিন্যাসের সময়সীমা ছয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে ডিসিসিআই আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কার, ঋণ বরাদ্দে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং তারল্য নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারির ওপর জোরারোপ করছে।

ডিসিসিআই'র মতে, ভবিষ্যতে বিশেষ করে বেসরকরি খাতের আস্থা পুনরুদ্ধার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য আরও নমনীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও খাত ভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল মুদ্রানীতির কোনো বিকল্প নেই।

The Financial Express
FRIDAY, 01 AUGUST 2025

Trade bodies flag BB's monetary policy 'dampening' pvt investment

Urge easing credit, lowering interest rates, simplifying loan terms

FE REPORT

- Private sector credit growth falls to 6.4pc in June
- Trade bodies say unstable law, energy shortages worsen environ
- Non-performing loans reach Tk 5.3t, risk stability
- Policy rate remains high at 10pc, raising borrowing costs

Leading trade bodies in Bangladesh have expressed concern over Bangladesh Bank's (BB) continued contractionary monetary policy, warning that it is dampening private investment and hurting business confidence across sectors.

In a statement issued on Thursday, the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) noted that private sector credit growth fell to just 6.4 per cent in June 2025 -- the lowest in 22 years -- signalling a sharp decline in investment and industrial activity.

DCCI attributed the slowdown not only to the tightened monetary stance but also to broader uncertainties in the business environment, including unstable law and order, limited energy supply, and overall policy rigidity.

Meanwhile, the alarming surge in non-performing loans (NPLs), which have now reached Tk 5.3 trillion and account for 27.09 per cent of total outstanding loans, poses a significant risk to financial sector stability and investor confidence.

Despite these pressures on the economy, the policy rate was kept unchanged at 10 per cent in the latest monetary policy statement.

DCCI observed that while inflation has eased only slightly, the high policy rate continues to raise borrowing costs, especially for cottage, micro, small and medium enterprises (CMSMEs) and other productive sectors.

The central bank has also lowered the private sector credit growth target to 7.2 per cent for the next six months, down from 9.8 per cent in the previous policy -- further tightening credit flow to businesses.

At the same time, the public sector credit growth target has been raised to 20.4 per cent, which DCCI says could create a fiscal burden on the economy and taxpayers, while squeezing credit availability for the private sector and exacerbating the economic slowdown.

In response, DCCI has urged the central bank to adopt a more supportive approach by easing credit conditions, lowering interest rates, and simplifying loan terms. It also recommended a six-month extension of the loan classification timeline to allow genuine borrowers more room for recovery without being pushed into default.

The chamber stressed the need for urgent structural reforms in the financial sector, enhanced transparency in credit allocation, and stricter oversight to ensure adequate liquidity for the productive economy.

The Daily Star
FRIDAY, 01 AUGUST 2025

Private credit growth target lowered amid low appetite

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh Bank (BB) has lowered the target for private sector credit growth in its latest monetary policy, citing a lack of appetite arising from political uncertainties.

Ahsan H Mansur, governor of the central bank, read out the summary of the Monetary Policy Statement (MPS) for the next six-month period at a press conference at the BB's headquarters yesterday.

The BB set the private sector credit growth target at 7.2 percent for the six months, down from a target of 9.8 percent set for the preceding six months, reflecting the contractionary nature of the monetary policy.

Private sector credit grew by only 6.4 percent in June, the lowest on record in more than two decades, according to BB data.

The MPS projected that private sector credit will remain at 8 percent till June next year, due to the contractionary nature of monetary policy aimed at containing persistently high inflation and low credit demand from non-bank financial corporations.

However, industry insiders said the lowering of the private sector credit growth target would have a detrimental effect on employment generation and GDP growth.

In a reaction, the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) expressed concern over Bangladesh Bank's continued contractionary monetary policy, saying it is undermining private investment and industrial activity.

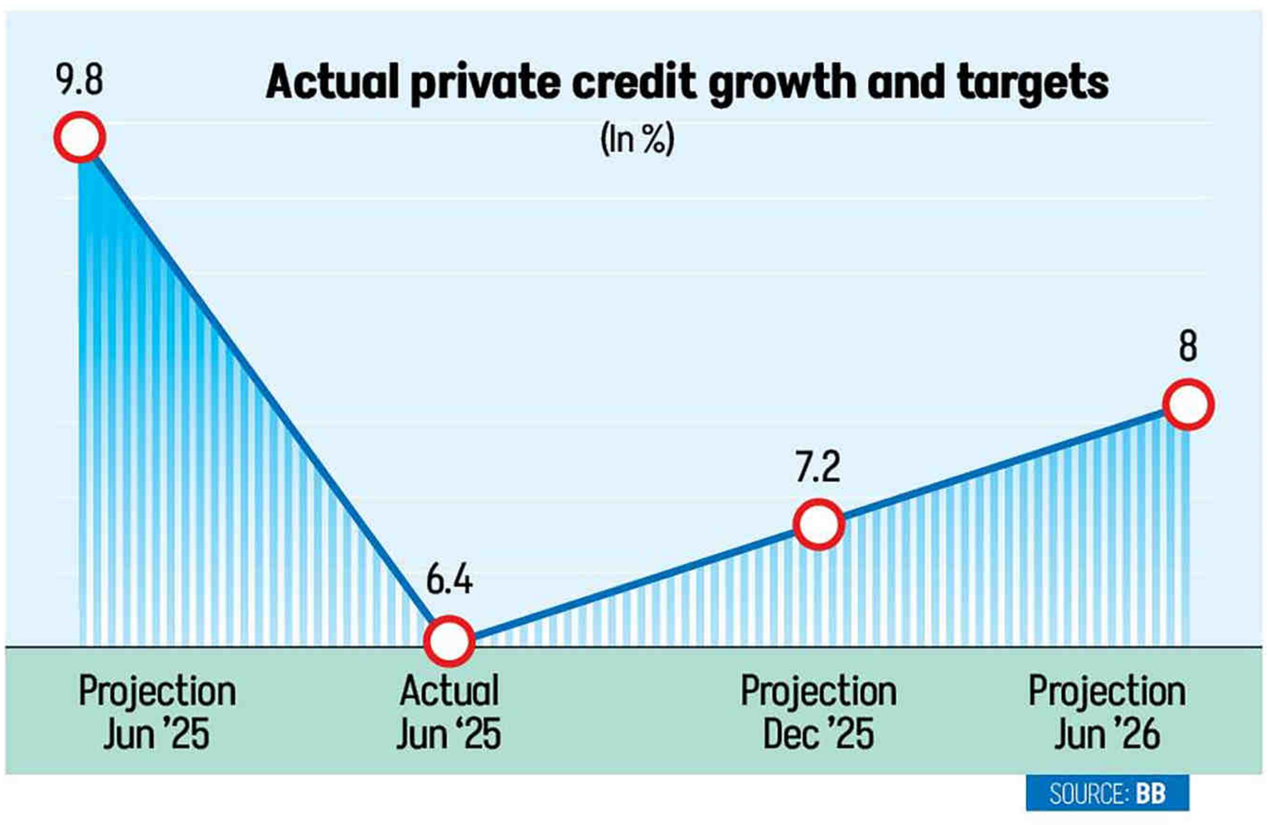

But Bangladesh Bank Governor Ahsan H Mansur said if Bangladesh cannot ensure macroeconomic stability, then growth must be forgotten.

"There is no country in the world that achieves good growth without macro stability. So, macro stability is a precondition for stable growth," he said.

The central bank governor said political stability plays a major role in achieving good GDP growth, and in the current context of Bangladesh, there is indeed uncertainty.

"There is no way to deny that. And this cannot be covered by monetary policy," said Mansur.

According to the monetary policy statement, the public sector credit growth target was set at 20.4 percent for the six months till December this year.

In December last year, public sector credit growth hit 18.1 percent, owing to the government's low credit demand, as it has been selectively spending on priority projects as part of austerity measures.

Moreover, the government's budgetary target to borrow a total of Tk 104,000 crore from the banking system has also been duly considered in projecting the public sector credit growth limit, it added.

Md Ezazul Islam, executive director of the Monetary Policy Department of the central bank, presented a paper on the macroeconomic overview, outlook, and challenges for the first half of the fiscal year 2025-26 at the press conference.

He highlighted that the economy's major challenges include the persistence of high inflation, exchange rate pressure, tight liquidity in the banking sector, elevated non-performing loans, and the need to restore good governance in banks and non-bank financial institutions.

He also mentioned the prolonged Russia-Ukraine war, escalating geopolitics and geo-economics, conflict in the Middle East, and Trump's tariff hikes as other challenges.

The four deputy governors and other high officials of the central bank were present at the press conference.

While discussing sustainable growth, the BB governor said, "If we want sustainable growth, then we must ensure a comfortable position in our balance of payments."

"We also need to be in a stable position in terms of price stability. Our interest rate needs to be brought down. But how do we reduce it sustainably? Previously, what was done was a kind of declaration—setting it at 9 percent," he said.

He said Bangladesh lost macroeconomic stability, and inflation entered double digits due to the interest rate regime forcibly set during the previous government's tenure.

"We lost everything. So, doing anything artificially is not the right approach," he said.

FINANCIAL SECTOR REFORMS

The MPS said banking sector reform has become a top priority under the current interim government.

To steer these reforms, the BB has constituted three specialised task forces, including the Banking Sector Reforms Task Force (BSR-TF), it said.

The BSR-TF is leading efforts to strengthen the regulatory framework, improve asset quality, and establish a structured mechanism for effective bank resolution, it added.

Regarding reforms in the banking sector and bank merger initiatives, the central bank governor said there is no issue of depositors not getting their money back.

"Depositors are completely safe. They will get back every single taka they have deposited. The current situation of those banks will significantly improve," said Mansur.

"This is because a substantial amount of capital will be injected into them. At the same time, this is not a superficial remedy — it is more like a major surgical operation," he said.

Through this process, the capital base of the banks will be strengthened and their governance will be improved, he added.

The monetary policy statement said the surge in non-performing loans (NPLs) has led to growing concerns for the banking sector.

"This sharp increase in NPLs is primarily attributed to the implementation of stricter loan classification guidelines, which took effect on 30 September 2024," it said.

"Moreover, the introduction of comprehensive loan classification and provisioning guidelines aligned with international best practices came into force on 1 April 2025," it added.

THE BUSINESS STANDARD
Friday
August 01
2025

TBS Report
31 July, 2025, 06:50 pm
Last modified: 31 July, 2025, 07:55 pm

Tight monetary policy hampering trade, investment: DCCI

DCCI observed that inflation has eased only slightly while high borrowing costs continue to hurt CMSMEs and other key sectors

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has raised serious concerns over Bangladesh Bank's continued contractionary monetary policy, warning that high interest rates and declining credit growth are choking trade, investment and industrial activity.

In a statement today (31 July), DCCI said private sector credit growth dropped to 6.4% in June 2025, the lowest in 22 years, reflecting a sharp economic slowdown.

It blamed the downturn on tightened monetary conditions, energy shortages, persistent business uncertainty and law and order concerns.

DCCI also flagged a spike in non-performing loans (NPLs), now at Tk 5.3 lakh crore or 27.09% of total loans, calling it a major risk to financial stability and investor confidence.

Despite weak business sentiment, the central bank has held its policy rate at 10% to control inflation.

However, DCCI observed that inflation has eased only slightly while high borrowing costs continue to hurt cottage, micro, small and medium enterprises (CMSMEs) and other key sectors.

The new monetary policy reduces the private sector credit growth target to 7.2% for the next six months, down from 9.8%, further fuelling fears of a credit squeeze. In contrast, public sector credit growth has been raised to 20.4%, which DCCI warns could increase fiscal pressure and crowd out private investment.

To address the crisis, DCCI urged the central bank to lower interest rates, extend loan classification periods by six months for good borrowers, ensure transparent credit allocation, enact financial reforms and maintain adequate liquidity alongside stricter monitoring.

The chamber called for a more flexible monetary approach aligned with fiscal discipline to revive investor confidence, stimulate economic activity and safeguard long-term macroeconomic stability.

the daily observer
We stand for people's rights
FRIDAY, 01 AUGUST 2025

Tightened monetary policy to undermine growth of trade and investment: DCCI

Business Correspondent

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has expressed concern over Bangladesh Bank's continued contractionary monetary policy at a time when the private sector credit growth has dropped to 6.4 percent in June 2025 -- the lowest in 22 years, signaling sluggish investment and industrial activities.

However, this downturn in credit growth to private sector is exacerbated by broader uncertainty in the business environment, unstable law and order situation, limited energy supply, fueled by tightened monetary policy by the Central Bank.

On the other hand, the alarming rise in NPLs, which reached Tk 5.3 lakh crore and now exceeds 27.09 percent of the total outstanding loans, presents a serious threat to financial stability and erodes investors' confidence.

The DCCI said it in a statement the central bank just unveiled its monetary policy on Thursday. The Chamber body said despite this downward business confidence, the policy rate remains unchanged at 10 percent aiming to lower the inflation.

Though inflation has declined only marginally; this persistently high policy rate continues to impose a heavy borrowing burden, especially on CMSMEs and productive sectors.

For the next six months, the private sector credit growth target has been set at 7.2 percent down from 9.8 percent in the previous monetary policy, further highlighting the shrinking credit flow and making it increasingly difficult for businesses to sustain operation.

The increased public sector credit growth target to 20.4 percent which apparently creating fiscal burden on economy and mass taxpayers, reducing the private sector credit space and resulting into economic slowdown.

In the light of these challenges, DCCI urges Bangladesh Bank to enhance credit flow to businesses through simplified terms and lower interest rates. It also recommends a six-month extension in the loan classification timeline to support good borrowers in recovery without immediate default risk.

To ensure sustainable economic recovery, Dhaka Chamber calls for urgent structural reforms in the financial sector, greater transparency in credit allocation and strict monitoring to ensure enough liquidity.

A more flexible, inclusive, and sector-responsive monetary policy, aligned with fiscal discipline is essential to restore confidence, spur investment, and uphold macroeconomic stability in the days come.

NEWAGE
THE OUTSPOKEN DAILY
FRIDAY, 01 AUGUST 2025

Tight monetary policy harming trade: DCCI

United News of Bangladesh · Dhaka

THE Dhaka Chamber of Commerce and Industry has raised serious concerns over Bangladesh Bank's continued contractionary monetary policy, warning that high interest rates and declining credit growth are choking trade, investment and industrial activity.

In a statement on Thursday, DCCI said private sector credit growth dropped to 6.4 per cent in June 2025, the lowest in 22 years, reflecting a sharp economic slowdown.

It blamed the downturn on tightened monetary conditions, energy shortages, persistent business uncertainty and law and order concerns.

DCCI also flagged a spike in non-performing loans (NPLs), now at Tk 5.3 lakh crore or 27.09 per cent of total loans, calling it a major risk to financial stability and investor confidence.

Despite weak business sentiment, the central bank has held its policy rate at 10 per cent to control inflation. However, DCCI observed that inflation has eased only slightly while high borrowing costs continue to hurt cottage, micro, small and medium enterprises (CMSMEs) and other key sectors.

The new monetary policy reduces the private sector credit growth target to 7.2 per cent for the next six months, down from 9.8 per cent , further fuelling fears of a credit squeeze. In contrast, public sector credit growth has been raised to 20.4 per cent, which DCCI warns could increase fiscal pressure and crowd out private investment.

To address the crisis, DCCI urged the central bank to lower interest rates, extend loan classification periods by six months for good borrowers, ensure transparent credit allocation, enact financial reforms and maintain adequate liquidity alongside stricter monitoring.

The Chamber called for a more flexible monetary approach aligned with fiscal discipline to revive investor confidence, stimulate economic activity and safeguard long-term macroeconomic stability.

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
FRIDAY, 01 AUGUST 2025

Contractionary monetary policy undermines trade, investment: DCCI

Daily Sun Report, *Dhaka*

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has expressed concern over Bangladesh Bank's continued contractionary monetary policy, saying that it is undermining the country's trade and investment climate.

The chamber raised the alarm as private sector credit growth dropped to just 6.4% in June 2025, the lowest in 22 years, signaling sluggish investment and industrial activity.

This downturn in private sector credit growth is further exacerbated by broader uncertainty in the business environment, an unstable law and order situation, and limited energy supply, all compounded by the central bank's tight monetary stance.

Meanwhile, the alarming rise in non-performing loans (NPLs), which reached Tk5.3 lakh crore and now account for 27.09% of total outstanding loans, poses a serious threat to financial stability and further erodes investor confidence.

In its statement, the chamber noted that despite declining business confidence, the policy rate remains unchanged at 10%, aiming to curb inflation. Although inflation has declined marginally, the persistently high policy rate continues to impose a heavy borrowing burden, especially on CMSMEs and other productive sectors.

"For the next six months, the private sector credit growth target has been set at 7.2%, down from 9.8% in the previous monetary policy," DCCI stated, further highlighting the shrinking credit flow and the increasing difficulty businesses face in sustaining operations.

The chamber also pointed out that the increased public sector credit growth target of 20.4% is apparently creating a fiscal burden on the economy and mass taxpayers, reducing the credit space available to the private sector and contributing to the economic slowdown.

In light of these challenges, DCCI urges Bangladesh Bank to enhance credit flow to businesses through simplified terms and lower interest rates. It also recommends a six-month extension in the loan classification timeline to support good borrowers in recovery without immediate default risk.

To ensure sustainable economic recovery, the Dhaka Chamber calls for urgent structural reforms in the financial sector, greater transparency in credit allocation, and strict monitoring to maintain adequate liquidity.

Finally, the DCCI emphasised that a more flexible, inclusive, and sector-responsive monetary policy, aligned with fiscal discipline which is essential to restore confidence, spur investment, and uphold macroeconomic stability in the days to come.

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

The chamber urges Bangladesh Bank to enhance credit flow to businesses through simplified terms and lower interest rates

The New Nation

Tightened monetary policy stifling trade, investment: DCCI

Business Report

Private sector credit growth fell to just [illegible] in June [illegible], its lowest level in 20 years, well below the BB's credit target of [illegible]. BB has now revised down the private credit growth target to [illegible] for the next half-year, compared to [illegible] previously, raising further concerns over limited capital availability for productive sectors.

[illegible]

UNB
UNITED NEWS OF BANGLADESH

31 July, 2025

Tight monetary policy hampering trade, investment: DCCI

UNB NEWS DHAKA PUBLISH- JULY 31, 2025, 05:30 PM UNB NEWS

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has raised serious concerns over Bangladesh Bank's continued contractionary monetary policy, warning that high interest rates and declining credit growth are choking trade, investment and industrial activity.

In a statement on Thursday, DCCI said private sector credit growth dropped to 6.4% in June 2025, the lowest in 22 years, reflecting a sharp economic slowdown.

It blamed the downturn on tightened monetary conditions, energy shortages, persistent business uncertainty and law and order concerns.

DCCI also flagged a spike in non-performing loans (NPLs), now at Tk 5.3 lakh crore or 27.09% of total loans, calling it a major risk to financial stability and investor confidence.

Despite weak business sentiment, the central bank has held its policy rate at 10% to control inflation. However, DCCI observed that inflation has eased only slightly while high borrowing costs continue to hurt cottage, micro, small and medium enterprises (CMSMEs) and other key sectors.

The new monetary policy reduces the private sector credit growth target to 7.2% for the next six months, down from 9.8%, further fuelling fears of a credit squeeze. In contrast, public sector credit growth has been raised to 20.4%, which DCCI warns could increase fiscal pressure and crowd out private investment.

To address the crisis, DCCI urged the central bank to lower interest rates, extend loan classification periods by six months for good borrowers, ensure transparent credit allocation, enact financial reforms and maintain adequate liquidity alongside stricter monitoring.

The Chamber called for a more flexible monetary approach aligned with fiscal discipline to revive investor confidence, stimulate economic activity and safeguard long-term macroeconomic stability.